ভোরের কাগজ

27 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

অভিমত

শিক্ষা নিয়ে চক্রান্ত

মোহসীনা লাইজু স্বপ্না

শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়টি নানা মহলে নানাভাবে দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত হচ্ছে। বিভিন্ন সভা-সমিতি-সেমিনার থেকে এ বিষয়ে নানা সুপারিশ এবং প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে। শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বক্তৃতা-বিবৃতি-প্রস্তাবই অব্যাহত আছে শুধু। কিন্তু নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিলেবাস সম্পন্ন করা ইত্যাদি বিষয় তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। সম্প্রতি পত্রিকান্তরে এ বিষয়ে বেশ কিছু উদ্বেগজনক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে— এ রকম দুঃখজনক অভিমত ইতোমধ্যে দেশের বুদ্ধিজীবী মহল থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে। গত ৭ মে একটি ইংরেজি দৈনিকে দেশের প্রাথমিক স্কুল, পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হতে থাকার বিষয়টি সেখানেও স্থান পেয়েছে। যদিও বিষয়গুলো পুরোনো তবু উল্লিখিত ঐ বিষয়সমূহের দিকে তাকালে এদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সর্বনাশের কোন প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সেটুকু অনুমান করতে কষ্ট হয় না। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি আছে। এই কমিটিকে ন্যূনভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে।

এর অধিকাংশ সদস্যের দলীয় পরিচয় যাই হোক তারা এই ধরনের কমিটিতে থাকার সম্পূর্ণ অযোগ্য। শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে এদের চিন্তা-ভাবনার কোনো যোগ নেই—এই অভিযোগও অমূলক নয়। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন কমিটির সদস্য হিসেবে প্রায় সব রকম দুর্নীতিতেই তারা যুক্ত। এ নিয়ে বহু রিপোর্ট পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সম্প্রতি ইংরেজি ঐ দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায়, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ওপর ১৪টি এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ওপর রচিত ৪টি বই ঐ কমিটি দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এসব বই পড়ে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিকভাবে কতোটুকু লাভবান হবে? তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অথবা চিত্তের বিকাশ ঘটবে কতোটুকু? সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের বইগুলোতে বাগাড়ম্বরে পূর্ণ বহু তথ্যের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জীবনের প্রথমভাগ থেকেই এক ধরনের নেতিবাচক ও বিকৃত অভিজ্ঞতা অর্জন শুরু হয় এবং ইতোমধ্যে তা ব্যাপকভাবে হয়েছেও। এর আগে দেশের পাবলিক লাইব্রেরিসমূহের বই নির্বাচনের জন্য গঠিত একটি কমিটি মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বেগম খালেদা জিয়ার ওপর ৫২টি বই নির্বাচন করেছে। এ সংক্রান্ত রিপোর্টও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার বিপুল সাহিত্য সম্পদ থেকে হাতে গোনা দুচারটি বই ছাড়া বাকি মূল্যবান সব বই বর্জন করে এই পাঠ্য-সহপাঠ্যপুস্তক তালিকা যারা তৈরি করেছেন তারা সাধারণ লুটপাটকারীদের চেয়েও সমগ্র জাতির যে হাজার হাজার গুণ ক্ষতি করেছেন তাই নয় সমগ্র জাতির মেরুদণ্ডও অত্যন্ত সচেতনভাবে ভেঙে দিয়েছেন। এ ধরনের কাজ এদেশের মানুষের

সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের চেয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণেরই আগ্রহ দেখাচ্ছে বেশি। এই অশুভ প্রবণতার বিরুদ্ধে সচেতন জনগোষ্ঠীর এখনই যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার ও একটি বাস্তবভিত্তিক কার্যকর শিক্ষানীতি প্রণয়ন ছাড়া শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন করা আদৌ সম্ভব নয়।

সাধারণ সাংস্কৃতিক মানকেও অনেক নাজুক করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে যে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে তাও এ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। যে দেশের শিক্ষা নিয়ে এ রকম দলীয় নগ্ন রূপ প্রকাশ পেতে পারে সে দেশে শিক্ষা এবং জাতির অগ্রগতি নিয়ে আশান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে বহু আগেই অনাচার, অনিয়ম, নৈরাজ্য এবং আদর্শহীনতার বীজ ঢুকে পড়েছে। যে শিক্ষা জাতিকে উন্নত করে, যে শিক্ষা দেশকে সমৃদ্ধ করে, যে শিক্ষা সামগ্রিকভাবে উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্যতম বড়ো ভূমিকা পালন করার কথা সেই শিক্ষাক্ষেত্রে যদি এরকম অবস্থা বিরাজ করে তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে একেবারে নিম্নস্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক কিছু প্রতিনিয়ত ঘটছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নগ্ন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকেই ভেঙে দিয়েছে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক আরো একটি উদ্বেগজনক খবর হচ্ছে, সরকার দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর আরো কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেলা ও উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর আওতায় শিক্ষক, অভিভাবক সমিতি গঠনের মাধ্যমে দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ রাখা হয়েছে, একদিকে সরকার শিক্ষার মান বৃদ্ধির কথা বলছে অন্যদিকে রাজনৈতিক বিবেচনায় সব কিছু চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে—এ থেকে কি প্রতীয়মান হয়?

প্রত্যেক বছরই সরকারি ও বেসরকারি লাইব্রেরিতে বিতরণের জন্য সরকার কোটি কোটি টাকার বই ক্রয় করে থাকে। সেখানেও নগ্নভাবে রাজনৈতিক বিবেচনাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বাংলাদেশের বাঙালি জাতির কতিপয় লুণ্ঠনজীবীর কার্যকলাপ কোন পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং তারা কতোটা নগ্নভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এসব বিষয় তারও সাক্ষ্য বহন করে। পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম ও পাঠাগারের জন্য বই নিয়ে বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক সরকার এবং এ মুহূর্তে বর্তমান সরকার যে চরম দুর্নীতি করছে তার সঙ্গে এক চক্রান্তও জড়িত। এ চক্রান্তটি হলো, দেশের নতুন প্রজন্ম এবং সাধারণভাবে দেশের [illegible] শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক মানকে এদের নিজেদের পর্যায়ে নামিয়ে রাখা, কিছুতেই তার উপরে উঠতে না দেওয়া। এর থেকে সর্বনাশা বিষয় একটা জাতির জীবনে আর কি হতে পারে?

এই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের অজস্র নজির যেমন ছড়িয়ে আছে তেমনি আছে দলীয়করণের। এই দলীয়করণ থেকে শিক্ষার মতো অতি জরুরি বিষয়ও মুক্ত রাখার মানসিকতা দুঃখজনকভাবে চরম আকারে অনুপস্থিত। সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (সকল ধরনের) সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকুক— এটা সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে বারবার গুরুত্ব সহকারে বলা হলেও খুব সচেতনভাবে বিষয়টি উপেক্ষিত হয়ে আসছে। দুনিয়ার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল সংস্থা-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থায় দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দলীয়করণের মাধ্যমে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার চেষ্টা কখনো সফল হয়নি। কাজেই বাংলাদেশে এর যে নগ্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে তার ফলাফল কখনোই ইতিবাচক হবে না, হতে পারে না। ইতোমধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার নানাবিধ বিবর্ণ চিত্র সমাজদেহে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে এবং ভবিষ্যতে এটা যে আরো প্রকট আকার ধারণ করবে এবং প্রত্যক্ষভাবে দেশ ও জাতির ওপর কঠোর আঘাত হানবে এ রকম আলামতও সুস্পষ্ট। জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার এই অপক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার মানসিকতা অর্জন না করে শাসক গোষ্ঠীর যে নেতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয় তা একদিকে যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত অন্যদিকে ভীতির কারণও বটে।

সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের চেয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণেরই আগ্রহ দেখাচ্ছে বেশি। এই অশুভ প্রবণতার বিরুদ্ধে সচেতন জনগোষ্ঠীর এখনই যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার ও একটি বাস্তবভিত্তিক কার্যকর শিক্ষানীতি প্রণয়ন ছাড়া শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন করা আদৌ সম্ভব নয়।

মোহসীনা লাইজু স্বপ্না : সাংবাদিক।